রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ১১, ১৯৮৬

৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১১ই নভেম্বর, ১৯৮৬।

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১১ই নভেম্বর, ১৯৮৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা ইহা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

১৯৮৬ সনের ১ নং আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা।**— এই আইন সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**— গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (অতঃপর "সংবিধান" বলিয়া অভিহিত)-এর ৯৬ অনুচ্ছেদের (১) দফায়, "বাষট্টি" শব্দটির পরিবর্তে "পঁয়ষট্টি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের সংশোধন।**— সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে, ১৮ অনুচ্ছেদের পর নিম্নবর্ণিত নূতন ১৯ অনুচ্ছেদ সংযোজিত হইবে:—

"১৯। **১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চের ফরমান, ইত্যাদির অনুমোদন ও সমর্থন।**— (১) ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চের ফরমান, অতঃপর যাহা এই অনুচ্ছেদে উক্ত ফরমান বলিয়া উল্লেখিত, এবং ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ ও সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সালের ১ নং আইন) প্রবর্তনের তারিখের (উভয় দিনসহ) মধ্যে, অতঃপর যাহা এই অনুচ্ছেদে উক্ত

মূল্য: ৩০ পয়সা

মেয়াদ বলিয়া উল্লেখিত, প্রণীত অন্যান্য সকল ফরমান, ফরমান-আদেশ, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ, সামরিক আইন নির্দেশ, অধ্যাদেশ এবং অন্যান্য আইন এতদ্দ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং বৈধভাবে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল, এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কারণেই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) উক্ত ফরমান বা অন্য কোন ফরমান, ফরমান-আদেশ, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ, সামরিক আইন নির্দেশ, অধ্যাদেশ বা অন্য কোন আইন হইতে আহরিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া বা প্রয়োগ বলিয়া বিবেচনা করিয়া অথবা অনুরূপ কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া বা প্রয়োগ বলিয়া বিবেচনা করিয়া কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত কোন আদেশ বা প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ কার্যকর বা পালন করিবার জন্য উক্ত মেয়াদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি বা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বা অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আদেশ, কৃত কাজকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ, অথবা প্রণীত, কৃত বা গৃহীত বলিয়া বিবেচিত আদেশ, কাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ বৈধভাবে প্রণীত, কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কারণেই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৩) (২) উপ-অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া বা প্রয়োগ বিবেচনা করিয়া অথবা অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া বা প্রয়োগ বিবেচনা করিয়া প্রণীত কোন আদেশ বা প্রদত্ত দণ্ডাদেশসমূহ কার্যকর বা পালন করিবার জন্য প্রণীত কোন আদেশ, কৃত কোন কাজকর্ম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা কার্যধারার জন্য বা ব্যাপারে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালে কোন মামলা, ফৌজদারী কার্যধারা অথবা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা চলিবে না।

(৪) তৃতীয় তফসিলে উল্লেখিত কোন পদে উক্ত মেয়াদের মধ্যে যে সকল নিয়োগ প্রদান করা হইয়াছে সেই সকল নিয়োগ বৈধভাবে প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কারণেই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না, এবং কোন ব্যক্তি উক্ত মেয়াদের মধ্যে উক্ত ফরমানের অধীন এই প্রকার কোন পদে নিযুক্ত হইয়া থাকিলে এবং সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সালের ১ নং আইন), অতঃপর যাহা এই অনুচ্ছেদে উক্ত আইন বলিয়া উল্লেখিত, প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে তিনি উক্ত তারিখ হইতে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন, যেন তিনি এই সংবিধানের অধীন উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছেন; এবং তিনি উক্ত তারিখের পর যথাশীঘ্র সম্ভব যথাযথ ব্যক্তির সম্মুখে তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথ বা ঘোষণাপাঠের ফরমে শপথ বা ঘোষণাপাঠ করিবেন এবং শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করিবেন।

(৫) উক্ত মেয়াদের মধ্যে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক যে সকল পদে নিয়োগ প্রদান করিয়াছেন সেই সকল পদ যদি উক্ত আইন প্রবর্তনের তারিখের পরেও বহাল থাকে, তাহা হইলে উক্ত তারিখ হইতে সেই সকল পদে নিয়োগ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) উক্ত আইন প্রবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ সকল অধ্যাদেশ এবং অন্যান্য আইন, উক্ত ফরমান বাতিল এবং সামরিক আইন প্রত্যাহারকারী ফরমান সাপেক্ষে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবর্তিত, সংশোধিত বা রহিত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহতভাবে বলবৎ থাকিবে।

(৭) উক্ত ফরমান বাতিল এবং সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হইলে এই সংবিধান সম্পূর্ণরূপে পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্বহাল হইবে এবং উহা, এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে, এইরূপ কার্যকর ও সক্রিয় থাকিবে যেন উহা কখনও স্থগিত ছিল না।

(৮) উক্ত ফরমান বাতিল এবং সামরিক আইন প্রত্যাহারে এমন কোন অধিকার বা সুযোগ পুনরুজ্জীবিত বা পুনর্বহাল হইবে না যাহা অনুরূপ বাতিল বা প্রত্যাহারের সময়ে বিদ্যমান ছিল না।

(৯) সংসদের কোন আইন এবং উহার রহিতের ক্ষেত্রে ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট যেরূপ প্রযোজ্য, উক্ত ফরমান, এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে প্রণীত অন্যান্য ফরমান, ফরমান-আদেশ, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ এবং সামরিক আইন নির্দেশসমূহের ক্ষেত্রে, এবং উক্ত ফরমান ও অন্যান্য ফরমান বাতিল ও উক্ত ফরমান-আদেশ, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ এবং সামরিক আইন নির্দেশসমূহ রহিতের ক্ষেত্রেও, সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে, যেন উক্ত ফরমান ও অন্যান্য ফরমান, ফরমান-আদেশ, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ এবং সামরিক আইন নির্দেশসমূহ এবং যে ফরমান দ্বারা উক্ত ফরমান বাতিল করা হইয়াছে তাহা, সকলই সংসদের আইন ছিল।

(১০) এই অনুচ্ছেদে, "আইন" বলিতে বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, আদেশ ও বিজ্ঞপ্তিসমূহ এবং আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্যান্য দলিল অন্তর্ভুক্ত।"।

কাজী জালাল আহমদ,
সচিব।

খন্দকার ওবায়দুল মোক্তাদের, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ রফিকুল হোসেন, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা,
কর্তৃক প্রকাশিত।